সংবাদ

তারিখ: ১৫/১/১৩
পৃষ্ঠা: ১ কলাম: ১

দুর্নীতির আখড়া বাউবি

● আমার বিরুদ্ধে শিক্ষক সমিতির অভিযোগ মনগড়া : উপাচার্য

রাকিব উদ্দিন

দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি)। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব ক্ষেত্রেই চলছে স্বেচ্ছাচারিতা। নিয়োগ বাণিজ্য, অপ্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজ, কেনাকাটা, ক্যাম্পাসে অডিটরিয়াম-ট্রেনিং সেন্টার ও ২৫০ শয্যার গেস্ট হাউজ নির্মাণে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। মানিকগঞ্জ, জামালপুর ও গোপালগঞ্জে বাউবির আঞ্চলিক ভবন নির্মাণসহ মুদ্রণ কাজে প্রায় ৫০ কোটি টাকার অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীরা।

অন্যদিকে শিক্ষা সচিবের আশ্বাসে বাউবির শিক্ষক সমিতি উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে এক দফা আন্দোলন স্থগিত করলেও ফের তা শুরু করতে যাচ্ছেন শিক্ষক-কর্মচারীরা। কারণ সমস্যা নিরসনে সরকার যথাযথ উদ্যোগ নিচ্ছেন না বলে অভিযোগ উঠছে।

তবে বাউবি কর্তৃপক্ষ বলছেন, বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে বিতর্কিত উপাচার্য প্রফেসর এরশাদুল বারীর সময়ে নিয়োগ, পদোন্নতি ও অনৈতিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া শিক্ষক-কর্মকর্তারাই এখন আন্দোলন করছেন। এখন যারা আন্দোলন করছেন, তারাই তখন পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি করেছিল।

এ বিষয়ে বাউবির উপাচার্য প্রফেসর ড. আরআইএম আমিনুর রশীদ 'সংবাদ'কে বলেছেন, আমার বিরুদ্ধে শিক্ষক সমিতি যেসব অভিযোগ করেছে সেগুলোর কোন ভিত্তি নেই। সবগুলোই শিক্ষকদের মনগড়া অভিযোগ। কারণ তারা একটি অভিযোগেরও কোন প্রমাণ দেখাতে পারেনি। মূলত আমি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির সঙ্গে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়ার পরই তারা আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলন আমার বিরুদ্ধে নয়, সরকারের বিরুদ্ধে। তিনি আরও বলেন, উন্নয়ন কাজ নিয়ে আমি একটি পয়সাও

বাউবি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

বাউবি : দুর্নীতির আখড়া

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দুর্নীতি করিনি। এসব কাজের জন্য বিভিন্ন কমিটি আছে। আমি শুধু কমিটিগুলোর কাজ অনুমোদন করি। আর উপাচার্য হিসেবে আমি এমনিতেই একটি গাড়ি পাই। তাই গাড়ি নিয়ে কোন দুর্নীতি ও বিলাসিতা হয়নি।

এ বিষয়ে বাউবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. কেএম রেজাউর রহমান 'সংবাদ'কে বলেছেন, সরকারের উচ্চ পর্যায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড গভর্নেন্সের আশ্বাসে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত আন্দোলন স্থগিত রেখেছি। কিন্তু এতে উপাচার্য আরও ক্ষিপ্ত হয়ে সিলেকশন কমিটি গঠন করেছে। অবৈধভাবে রেজিস্ট্রারকে অব্যাহতি দিয়ে সর্বকনিষ্ঠ একজন কর্মকর্তাকে রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব দিয়েছেন। ২০ জানুয়ারির আগেই ফের আন্দোলন শুরু হচ্ছে বলেও তিনি জানান।

বাউবি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. চেঙ্গীস খান 'সংবাদ'কে বলেছেন, বর্তমান উপাচার্যের চার বছরের মেয়াদ আগামী ২০ জানুয়ারি শেষ হচ্ছে। আমরা আর তার পুনঃনিয়োগ চাই না। কারণ বিগত চার বছরে তিনি এমন সব অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা করেছেন, যা মুখের ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে গত ৬ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির কাছে অভিযোগ করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

জানা যায়, ২০১০ সালে কোন কারণ ছাড়াই বিভিন্ন প্রোগ্রামে ছাত্র ভর্তি বন্ধ করা হয়। ফলে ওই বছরই ছাত্র ভর্তির সংখ্যা ৯৬ শতাংশ কমে যায়। পরবর্তীতে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অব্যাহত চাপে পুনরায় এসএসসি, এইচএসসি, বিএ/বিএসএস, বিএডসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রামে ছাত্র ভর্তি চালু করা হয়। আর সময়মতো এসএসসি ও এইচএসসির বইতে মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস সংশোধন করার উদ্যোগ না নেয়ায় বছর শেষে বিকৃত ইতিহাস সম্বলিত পাঠ্যপুস্তক পুনঃমুদ্রিত হয়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে চলে যায়।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, বাউবি একটি দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়। এই প্রতিষ্ঠানের ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং ৮০টি স্থানীয় অফিস রয়েছে। সেগুলোতে কয়েকশ' কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বদলি হন। অতীতেও কোন কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী হয়রানিমূলকভাবে বদলি হয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান উপাচার্য বদলির সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে কোন কারণ ছাড়াই প্রায় এক হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বদলি করেছেন। নিয়ম-নীতি বহির্ভূত এসব বদলির কারণে বাউবির কয়েক কোটি টাকা অপচয় হয়। ফলে মাঠপর্যায় থেকে বাউবির কেন্দ্রীয় কার্যালয় পর্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের সেবা নিতে পারেনি। এতে বাউবি প্রশাসন স্থবির এবং ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে উপাচার্য বলেন, 'প্রশাসনিক কাজে গতি আনতেই কর্মকর্তাদের বদলি করা হয়।'

জানা গেছে, বাউবিতে কর্মরত প্রায় এক হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে অনেকেই গত ১৫-১৬ বছর ধরে পদোন্নতিবঞ্চিত। অথচ অভ্যন্তরীণ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বঞ্চিত রেখে অধিকাংশ শূন্য পদে বাইরে থেকে লোক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এতে প্রশাসনিক চেইন অফ কমান্ড ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

গাড়ি বিলাসিতা

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বাউবির পরিবহন স্বল্পতা দূর করতে যানবাহন ক্রয়ের জন্য চলতি বাজেটে দুই কোটি ৫০ লাখ টাকা এবং গত বাজেটে প্রায় ৩০ লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল। কিন্তু শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য কোন যানবাহন কেনার উদ্যোগ নেয়া হয়নি। তবে গত বছর নাভানার মটরস থেকে ৫৬ লাখ টাকা দিয়ে দুটি কাভার্ড ভ্যান কেনা হলেও পরে বিভিন্ন অজুহাতে সেগুলো সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে ফেরত দেয়া হয়।

অন্যদিকে উপাচার্যের জন্য মাত্র চার বছর আগে একটি নিশান পেট্রল গাড়ি ৫৬ লাখ টাকা দিয়ে কেনা হলেও বর্তমান উপাচার্য ওই গাড়ির পরিবর্তে ৭৩ লাখ টাকা দিয়ে একটি এবং ২৫ লাখ টাকা দিয়ে প্রায় একই সময়ে একটি টয়োটা গাড়ি কিনেন। টয়োটা গাড়িটি উপাচার্যের স্ত্রী ব্যবহার করছেন। পরবর্তীতে ৭৩ লাখ টাকা মূল্যের গাড়িটি উপ-উপাচার্যকে ব্যবহারের জন্য দিয়ে উপাচার্যের জন্য আরেকটি গাড়ি কেনার তৎপরতা চলছে।

২৫০ শয্যার গেস্ট হাউস নির্মাণে অনিয়ম

রাষ্ট্রপতির কাছে দেয়া অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, বাউবি ক্যাম্পাসে ২৫০ শয্যার গেস্ট হাউস নির্মাণে টেন্ডার প্রক্রিয়ার গোপনীয়তা ভঙ্গ করে উপাচার্য নিজ হাতে টেন্ডার সিডিউলে ভুল সংশোধনের নামে ঘষামাজা করে সর্বনিম্ন দরদাতা মেসার্স এনান ট্রেডার্সের দর ১০ কোটি ৯৮ লাখ ৬৮ হাজার ১৯৫ টাকাকে ১২ কোটি ৯১ লাখ ৬৮ হাজার ১৯৫ টাকা বানিয়ে সর্বোচ্চ দরদাতা, টেকনো ইন্টারন্যাশনালের দর ১১ কোটি ৮৮ লাখ ৩৬ হাজার ৭৮২ টাকাকে ১১ কোটি ৮৮ লাখ ৩২ হাজার ৭৮২ টাকা বানিয়ে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে কাজ পাইয়ে দেয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে।

আঞ্চলিক কেন্দ্রের টেন্ডার নিয়েও অনিয়ম

বাউবির ঢাকা আঞ্চলিক কেন্দ্রের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজে একটি প্রতিষ্ঠান মেসার্স স্টারলাইট সার্ভিসেস দর প্রদান করে। টেন্ডার প্রক্রিয়ার গোপনীয়তা ভঙ্গ করে ভুল সংশোধনের নামে তার সাত কোটি ১৭ লাখ ৫১ হাজার ৩৭৫ টাকার দরকে সাত কোটি ৬৪ লাখ ৮১ হাজার ৫০ টাকায় উন্নীত করে বাড়তি ৪৭ লাখ ২৯ হাজার ৬৭৫ টাকার হাতিয়ে নিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

অডিটরিয়াম-কাম-ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণে দুর্নীতি

অডিটরিয়াম-কাম-ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণে প্রাক্কলিত নির্ধারিত ১০ কোটি ৩১ লাখ ৪৪ হাজার টাকার স্থলে নিজস্ব ক্ষমতাবলে পিপিআর-২০০৮ এর অনুসরণ না করে মোট ১৯ কোটি ১৬ লাখ ৫৬ হাজার ২৮৯ টাকা বৃদ্ধি করে ব্যয় অনুমোদন করেছে কর্তৃপক্ষ। বাড়তি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলেও অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে।

এছাড়া পরামর্শক নিয়োগ, কো-অর্ডিনেটিং অফিস নির্মাণ, স্বাধীনতা স্মারক ভাস্কর্য নির্মাণ, ক্যাম্পাসের নিচু জমি ভরাট, উপাচার্যের বাসভবন বর্ধিতকরণসহ বিভিন্ন টেন্ডার প্রক্রিয়ায় আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে।